প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৪ এপ্রিল, ২০১৬

রানা প্লাজা ধ্বসের মর্মান্তিক ঘটনার তিন বছর -এ
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতের দাবী জানালো ব্লাস্ট

রানা প্লাজা ধ্বসের মর্মান্তিক ঘটনার তিন বছর -এ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) -এর পক্ষ থেকে আজ ২৪ শে এপ্রিল ২০১৬ সকল নিহত ও আহত শ্রমিক এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিশেষ করে উদ্ধারকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাতে সকাল ৮:৩০ মিনিটে নিহত ও আহত শ্রমিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাতে ব্লাস্টের পক্ষ হতে জুরাইন কবরস্থানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, ১ মিনিট নীরবতা পালন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিদ্যালয়গুলোতে সকালের এসেম্বলীতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়াও সকাল ১০.৩০ মিনিটে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের আয়োজনে ইন্সটলেশন প্রদর্শন এবং ফেস্টুন সহকারে প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচী ও মানব বন্ধন কর্মসূচিতে ব্লাস্ট অংশগ্রহণ করে। ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশের কর্মসূচীতে ব্লাস্টের পক্ষ হতে সংহতি প্রকাশ করা হয়। ব্লাস্টের অনারারী নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন সহ ব্লাস্টের কর্মী ও উপকারভোগীরা এসকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে তাদের দাবীসমূহ উত্থাপন করেন। ব্লাস্টের পক্ষ হতে মৃত্যুভয়হীন নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং আহত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও স্থায়ী পুর্নবাসন -এর দাবী তোলা হয়।

এ দিবসটিকে সামনে রেখে বিগত ২১ এপ্রিল, ২০১৬ ব্লাস্ট ও সেইফটি এন্ড রাইটস্ সোসাইটি (এসআরএস) -এর যৌথ উদ্যোগে বিকেল ৩ ঘটিকায় সিরডাপ মিলনায়তনে "কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকের জন্য কার্যকরী ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ" শীর্ষক গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। গণশুনানীর সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মোঃ আওলাদ আলী। গণশুনানীতে জুরী বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন,*"মৃত্যুর ক্ষতিপুরন হয় না, মৃত্যুর পর যে কোন নিহত শ্রমিকের পরিবারের জীবন ধারণ করার জন্য ক্ষতিপুরন নির্ধারণের জন্য কয়েকটি মানদন্ড বিবেচনায় আনার দরকার। মানদন্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে বয়স, অবসরের বয়স সীমা, মৃত্যুর সময় মাসিক আয় ও বাৎসরিক মূদ্রাস্ফীতি।"* তিনি পোশাক শিল্পে শ্রমিকের সামাজিক কল্যাণ তহবিলের কথা উল্লেখ করে আরো বলেন, *"আইন অনুযায়ী মালিক পক্ষ যদি তাদের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে প্রতি বৎসরে ৩,৮০০ কোটি টাকা (প্রতি ১০০ ডলার -এর বিপরীতে ২.৫ সেন্ট) সে তহবিলে জমা পড়ত যা মালিকের স্বার্থে কোন হানি করত না বরং শ্রমিকের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ আরো অনেক সহায়তা দেয়া যেত"*। গণশুনানীর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণের বিবেচিত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি বিদ্যমান আইনে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়। গণশুনানীতে, সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, *"ক্ষতিপুরন হিসেবে যে ১ লক্ষ টাকা দেয়া হয় তা বড়জোর আর্থিক সাহায্য, কোন ভাবেই ক্ষতিপুরন নয়। ক্ষতিপুরন দেয়ার আগে অবশ্যই পরিমাপ করে নিতে হবে"*।

এছাড়াও বিগত ২৩ এপ্রিল ২০১৬ রানা প্লাজার কাছে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের জন্য ৭ দিনব্যাপী তথ্য, পরামর্শ ও চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা ও তাদের চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হবে। ২৩ এপ্রিল ২০১৬ বিকাল ৪টায় কেন্দ্রটি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৭ দিন তথ্যকেন্দ্রে সেবা দেয়া হবে। তথ্য কেন্দ্রে আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং ব্লাস্ট এর পক্ষ থেকে একজন করে আইনজীবী, কর্মজীবী নারী, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ও একশন এইড -এর পক্ষ থেকে একজন করে মনোসামাজিক কাউন্সিলর দায়িত্ব পালন করবেন।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd